মায়ের ভাষা – জুলফিকার আলী

উর্দু না চাই মায়ের ভাষা
এই দাবিতে রাজপথে,
নেমেছিল প্রতিবাদী
ছাত্র সমাজ পথে।

বুকের তাজা রক্ত দিলো
পাকিদের গুলিতে,
অ আ বর্ণমালা এলো
মায়েরই ঝুলিতে।

একুশ তারিখ প্রাণ বিলিয়ে আন্দোলনে সফল,
বাংলা সুরে বাঙালিদের
বাংলা ভাষা দখল।

এই ভাষাতে বলতে কথা
মিষ্টি যেমন লাগে,
ত্যাগটা দেখে এই দুনিয়ায়
দৃষ্টি সবার জাগে।

যা ছুটে যা – অনিক মাযহার

যখন-তখন ইচ্ছেমতো
এদিক এসে ঘুরবিনে,
চাঁদের বুড়ি দেখতে হলে
চোখ পেতে রাখ দুরবিনে।

ঘ্যানোর-ঘ্যানোর চাঁদের কথায়
খুব ধরেছে আজ মাথা,
“জানি আমি চাঁদের কথায়
কেমন তুমি সাজবা তা”?

তাইতো তোমায় নতুন খবর
এলাম দিতে এই দেখো ,
দূরে থেকে চাঁদকে দেখার
সময় আমার নেই দেখো।

ঠিক আছে তো , যন্ত্র থেকে -
সরিয়ে তোর অক্ষি নে ,
জ্ঞান বিবেকে যা ছুটে যা
পূর্ব -পশ্চিম -দক্ষিণে।

খুব ইচ্ছে করে – এস এম পলাশ

ইদানিং খুব ইচ্ছে করে তোর প্রেমে পরি।
তোর সব কিছু আমাকে ব্যাকুল করে তোলে।
তোর হাসি , চাহনি , দেহ দোলানী , কোমরের ঢেউ ,
চলন বলনে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাই।

ইচ্ছে করে হাতটি ধরি কিম্বা তোর চুলের ঘ্রানে মাতাল হয়ে উঠি।
ইচ্ছে করে তোর বুকের পাহাড় চুড়ায় উঠে একটু আদর করি।
তবে অতটা দুঃসাহস আমার নেই যে ,
তোর রাঙ্গা দুটি ঠোটে চুমো একে দিব ,
বা হারিয়ে যাব তোর যৌবন জোয়ারের জলে।
যদিও আমি ঐ জলে কল্পনায় ডুব দিয়েছি বহু বার।

রূপবতী বাংলা – নূর সিরাজী

অপরূপ রূপবতী বাংলার ভূমি ,
বার বার আসি যেন বাংলাই চুমি।

খাল-বিল নদী-নালা সবুজের বাঁকে, পথঘাট বয়ে যায় ফসলের ফাঁকে।

সূর্যের আলো যেন শিল্পীর আঁকা, মাছ-ভাত প্রতিদিন পাতে চাই থাকা। ফলমূল কত নামে বারোমাস ফলে, লাল-নীল কত ফুল জলে আর স্থলে।

সুমধুর ভাটিয়ালী বাউলের টান,
পল্লীর জারিসারি আরো পালাগান।
পাখিদের ডাকাডাকি কিচিমিচি তান,
স্বর্গের ছায়াতলে সদা বহমান।
জননীর পাঁজরেতে সুখ রাশি রাশি,
পুনরায় ফিরে যেন বাংলায় আসি।

শীতের পোশাক – ফরিদ সাইদ

শীত এসেছে বছর ঘুরে
পেলাম দুটি জামা
আদর করে বাজার থেকে
কিনে দিলেন মামা ।

পথের ধারে নাম না জানা
একটি টোকাই ছেলে
অনেক খুশি হবে জানি
নতুন পোশাক পেলে !

তাইতো আমার লাল জামাটি দিলাম তাকে তুলে
একনিমিষে সেই খোকাটি দুঃখ গেলো ভুলে ।

পাণ্ডুলিপি জাহাঙ্গীর – ডালিম

রাতের পাণ্ডুলিপি অগোছালো রেখে
ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত কলম,
চড়কার প্রবল বাতাসে ওড়ে
এলোমেলো গল্পগুলো।

গোপন শৈলী – হাসান মাসুদ

ধরো তুমি আপেল কাটছো
ছুরি দিয়ে,
টুকরো টুকরো আপেল থেকে রক্তের
ফোয়ারা নামছে;

তুমি কি ভাববে?
হয়তো তোমার আঙুল কেটে রক্ত বেরোচ্ছে?

বিশ্বাস করো –
ওই আপেলের ভেতর আমার নরম কোমল হৃদয়টা বিছিয়ে দিয়েছিলাম,
যা তুমি ছুরির আঘাতে টুকরো টুকরো করে রক্তাক্ত করেছ।

আমার নাড়ি বাঁধা – আব্দুল মালেক জাগরণী

শিশির শিশির শিউলি ভেজা প্রাণ
হাতের তালুই রাখি
মিষ্টি রোদের খানিক ঝিলিক
গুড় - মুড়িতে মাখি
জিভে আসে জলের ফোটা আহা কী যে ঘ্রাণ !

পথের ধারে ছোট্ট নদীর জল
গাছের সবুজ শাড়ি
তুই গেলে যা বিদেশ বিভূঁই
আমি যেতে পারি !
মা - মটি - দেশ এই ঠিকানা ভুলব না একপল।

ছোলার হুড়া
নিমকপুড়া
গুড় - পাটালি
থুড়া থুড়া
এদেশ ছেড়ে তুই যাবি যা রাধা
দেশের সাথে আমার নাড়ি বাঁধা।

একুশের গান – হিলারী হিটলার আভী

একুশ এসেছে আমাদের ঘরে
ভুলবো না আমরা চিরতরে।

যতক্ষণ থাকবে মোদের দেহে প্রাণ
গাইবো আমরা একুশের সব গান।

একুশে দিয়েছে যারা ঐ প্রাণ
জীবন দিয়ে রাখবো তাদের সব মান।

আজ একুশ নাম নয় — সাতটি স্তম্ভ
তাই স্বাধীনতা আমাদের দম্ভ।

অমর একুশ পৌঁছে গেছে বিশ্বে
দুঃখিনী মা থাকবে সবার শীর্ষে।

ইতিহাস থেকে লেখা – রাকিবুল ইসলাম কবি

ইতিহাস হবে রক্ত খচিত
টোলবে না বাহুবল,
পৃথিবীর বুকে শিরনোয়াবে না
বহ্নি হবে ধরাতল।

ভয়কে জয় করে যারা
গেঁথেছে বিজয় মালা,
সত্যকে যদি ভুলণ্ঠিত করতে চাই জ্বালা আগুন জ্বালা

কবিতা হবে বিদ্রোহের বাণী গদ্য হবে মুক্তির পথ, উপন্যাস হবে শান্তির গান গল্প হবে শাণিত শপথ। (সংক্ষিপ্ত)